উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতেই নজর এনপিওর

কাওসার আলম

উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে আপাতত সচেতনতা বৃদ্ধিকেই লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রয়োজনীয় জনবল নেই প্রতিষ্ঠানটির। পাশাপাশি শিল্প কারখানাগুলোর কর্মপরিবেশে অনভ্যস্ততার কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নানা বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হয়। এ কারণে উৎপাদনশীলতার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালার ওপর গুরুত্বারোপ করে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে জাতীয় এ প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলির অন্যতম লক্ষ্যের মধ্যেও উৎপাদনশীলতা-বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সেমিনার, কর্মশালা ও আলোচনা সভা আয়োজনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

এ বিষয়ে এনপিও'র পরিচালক ও যুগ্ম সচিব এসএম আশরাফুজ্জামান বাংলাদেশের খবরকে বলেন, আমাদের অর্থনৈতিক তথা জাতীয় উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা একটি নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে পারে। উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে অনেকের স্পষ্ট ধারণা নেই। সেজন্য অন্যান্য কাজের পাশাপাশি এনপিও এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। বিভিন্ন চেম্বার ও ট্রেডবডিগুলোকে সম্পৃক্ত করে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে নাসিব ও বাংলাদেশ উইম্যান চেম্বারের সঙ্গে আমরা যৌথভাবে নানা কর্মসূচি পালন করে আসছি।

এনপিও-সংশ্লিষ্টরা জানান, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিই শুধু নয়, পণ্য বা সেবার গুণগত মানও বৃদ্ধি করা হয়। উৎপাদনে প্রয়োজনীয় যেসব উপকরণ থাকে তার পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে

> জাইকার সহায়তায় ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ১০টি জুট মিলে জাপানিজ কাইজেন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কোনো ধরনের বাড়তি ইনপুট ছাড়াই কারখানাগুলোতে উৎপাদনশীলতা ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে

উৎপাদন বাড়ানোই হচ্ছে উৎপাদনশীলতা। উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে কর্মপরিবেশের মান বৃদ্ধি, অপচয় রোধসহ নানা ক্ষেত্রেই গুণগত মানের উন্নতি ঘটে। বাংলাদেশে শিল্প ও সেবা খাতের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি তথা জিডিপি প্রবৃদ্ধির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে এটি কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

এ জন্য সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে সচেতন করতে উৎপাদনশীলতার ওপর নানা ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনসহ নানা উদ্যোগ নিয়েছে এনপিও।

এনপিওর ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম বলেন, উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য বেশ কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে জাপানিজ কাইজেন পদ্ধতি। জাইকার সহায়তায় ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ১০টি জুট মিলে কাইজান পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কোনো ধরনের বাড়তি ইনপুট ছাড়াই ওইসব কারখানার উৎপাদনশীলতা ৫ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যান ক্ষেত্রেও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব।

এনপিও'র মাধ্যমে পাটশিল্পের বিভিন্ন কারখানায় কাইজান পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। তবে অনেকেরই এ বিষয়ে ধারণা না থাকার কারণে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০১১ সালের ২ অক্টোবর উৎপাদনশীলতা বিষয়ে অনুষ্ঠিত একটি জাতীয় সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উৎপাদনশীলতাকে 'জাতীয় আন্দোলন' হিসেবে গড়ে তোলার এবং প্রতিবছর ২ অক্টোবরকে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রীর ওই ঘোষণার পর থেকে ২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শোভাযাত্রা, সভা, সেমিনার আয়োজন করে আসছে এনপিও। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। শুধু উৎপাদনশীলতা দিবসেই নয়, সচেতনতা বৃদ্ধিতে বছরের বিভিন্ন সময়েও নানা কর্মসূচি পালন করে আসছে।

গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এনপিও কার্যক্রমের তথ্যে দেখা যায়, উৎপাদনশীলতা বিষয়ে ৪৯টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণে ২ হাজার ২০৫ জন অংশ নিয়েছে। এ ছাড়া ৪টি কর্মশালা, ৩টি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধিতে ২৩টি প্রচারাভিযান কর্মসূচি পালন করেছে এনপিও। চলতি অর্থবছরেও এসব কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

বর্তমানে মোট ১২টি সেক্টরে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে এনপিও। এসব সেক্টরের মধ্যে রয়েছে পাট, কৃষি, বস্ত্র, ফিন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন, রসায়ন, ট্যানারি ও লেদার, প্রকৌশলী, আইটি, চিনি খাদ্য ও মাছ প্রক্রিয়াকরণ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, পরিবহন যোগাযোগ ও পর্যটন এবং সেবা।